তারিখ ...
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ...
JUL 26 2002

বইয়ের খোঁজে লাইব্রেরীতে-

অনেক সময় অনেক দুষ্প্রাপ্য ও প্রয়োজনীয় বই ইচ্ছা সত্ত্বেও কিনে পড়া যায় না। এ জন্য রয়েছে লাইব্রেরী জানিয়ে দেয়া হলো কয়েকটি লাইব্রেরীর নাম, ঠিকানা ও নিয়মাবলী, যেখানে গিয়ে পাঠের তৃষ্ণা মেটাতে পারেন আপনি।

জাতীয় গ্রন্থাগার : এটি আগারগাঁওয়ে অবস্থিত। শুক্রবার ছাড়া অন্য দিন সকাল ৮টা থেকে আড়াইটা পর্যন্ত এটি খোলা থাকে। এ লাইব্রেরীতে বইয়ের সংখ্যা ৩ লাখের বেশি। মাত্র ১৫ টাকার বিনিময়ে আপনি এখানকার সদস্য হতে পারেন। বাড়িতে বই নিয়ে যাওয়ারও সুবিধা রয়েছে।

কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরী : এর অবস্থান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও জাতীয় জাদুঘর সংলগ্ন। এটি শুক্রবার ছাড়া প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত খোলা থাকে। এ লাইব্রেরীতে মোট বইয়ের সংখ্যা ১ লাখ ২২ হাজারের মতো। এখানে শিশু-কিশোরদের জন্য আলাদা পাঠকক্ষ রয়েছে। ছোট সোনামণিরা এখান থেকে বাড়িতে বই নিয়ে যেতে পারে। তবে এ জন্য তাদেরকে ৩ কপি ছবি ও ১শ' টাকা জামানত রেখে সদস্য হতে হয়।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র : বাংলামোটর এলাকায় পেট্রোল পাম্পের গলিতে এ লাইব্রেরীটি অবস্থিত। শুক্রবার ছাড়া প্রতিদিন বিকাল ৪টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত এটি খোলা থাকে। সাহিত্যবিষয়ক সব বই-ই আপনি এখানে পাবেন। ৪শ' টাকা জামানত রেখে এবং প্রতিমাসে ১০ টাকা করে চাঁদা দিয়ে এর সদস্য হতে হয়।

ইউসিস লাইব্রেরী : এর অবস্থান বনানী।

মেধা বিকাশ

বৃহস্পতিবার ও শনিবার ছাড়া অন্য দিন এটি খোলা থাকে। বই ছাড়াও এখানে আছে অডিও-ভিডিও ব্যবস্থা। ৩শ' টাকা জামানত দিয়ে এখানকার সদস্য হতে হয়।

ব্রিটিশ কাউন্সিল : এই লাইব্রেরীটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন ফুলার রোডে অবস্থিত। বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার ছাড়া অন্যদিন এটি খোলা থাকে। এখানে বইয়ের সংখ্যা প্রায় ১৮ হাজার। ব্রিটেন থেকে প্রকাশিত যাবতীয় বই এখানে পাওয়া যায়। এখান থেকে তিন সপ্তাহের জন্য ৪টি করে বই নেয়া যায়। তবে এ জন্য তাকে অবশ্যই সদস্য হতে হবে। ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রে ৩শ' ৫০ টাকার এবং সাধারণ লোকদের ক্ষেত্রে ৫শ' টাকার ফরম পূরণ করে এখানকার সদস্য হতে হয়।

গণউন্নয়ন গ্রন্থাগার : রাজধানীর অভিজাত এলাকা ধানমণ্ডিতে এটি অবস্থিত। প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত এটি খোলা থাকে। এখানে বইয়ের সংখ্যা প্রায় ২৪ হাজার। ২শ' টাকা দিয়ে এখানকার সদস্য হতে হয়। তা ছাড়া বার্ষিক চাঁদা হিসাবে দিতে হয় ৫৫ টাকা। এখানে ধার হিসাবে বই বাড়ি নিয়ে যাওয়ার সুবিধা রয়েছে।

প্রদীপ সাহা